

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أطفال المسلمين - كيف رباهم النبي الأمين



নবাবি মহান আল-আমিন যেভাবে সন্তান লালন-পালন করেছেন



নবজি মুদ্রণ  
আলোচনা  
ও প্রকাশনা যেভাবে সম্ভব লালন-পালন করেছে

মূল

শাইখ জামাল আব্দুর রহমান

ভাষান্তর

মাওলানা রুহুল আমিন উবাইদি

سیرت

সীরাত পাবলিকেশন

কাদামাটি যখন নরম থাকে, এটাকে যেকোনো আকার দেওয়া যায়। যেভাবে আকার দেবেন সেরকমই হবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই কাদামাটি শক্ত হয়ে যায়, তখন চাইলেও তাকে ভিন্ন কোনো আকার দেওয়া যায় না। জোর করে ভিন্ন কোনো আকার দিতে চাইলে ভেঙে যায়।

শিশুরা হলো কাদামাটির মতো। ছোট থেকে নববি তরবিততে বড় না করলে, আর হয়তো সুযোগ পাওয়া যাবে না।



শুরুর কথা / ১৫

ভূমিকা / ১৮

মা-বাবার দুশ্চিন্তা / ২১

### প্রথম পরিচ্ছেদ

বাবার ঔরস থেকে শিশুর তিন বছরে পদার্পণ পর্যন্ত সময়কাল  
এখানে আছে ৪২টি নির্দেশনা

- ১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের জন্য দুআ করেছেন, যখন তারা ছিল বাবার ঔরসে / ২৪
- ২। তিনি শিশুদের জন্য দুআ করেছেন যখন তারা ছিল মায়ের গর্ভে / ২৫
- ৩। সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠের জন্য তিনি আমাদের যিকির শিখিয়ে দিয়েছেন / ২৭
- ৪। যে ভ্রূণ পূর্ণতায় পৌঁছার আগেই নষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহর কাছে তার অবস্থান সম্পর্কে তিনি সুসংবাদ শুনিয়েছেন / ৩০
- ৫। ভূমিষ্ঠ শিশুর কানে তিনি আযান দিয়েছেন / ৩০
- ইসলাম সন্তানকে সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছে / ৩১
- ৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবজাতককে খেজুর দিয়ে তাহনিক করেছেন, তার জন্য বারাকাহর দুআ করেছেন / ৩৩
- ৭। তিনি শিশুর মা-বাবাকে নির্দেশনা দিয়েছেন যিকিরের মাধ্যমে বিপদাপদ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে এবং আল্লাহর দেওয়া এই নিয়ামতের শোকর আদায় করতে / ৩৪
- ৮। নবজাতকের কেবল জন্ম নেওয়ার দ্বারাই তিনি নবজাতকের মিরাস সাব্যস্ত করেছেন / ৩৫

- ৯। নবজাতকের জন্ম নেওয়ার দ্বারাই তার পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন / ৩৫
- ১০। তিনি নবজাতকের প্রতি দয়া দেখাতেন যদিও ব্যভিচারের ফলে তার জন্ম হয়ে থাকে / ৩৬
- ১১। নবজাতকের আগমানে আনন্দ উদ্‌যাপন করতে তিনি আকিকার নির্দেশ দিয়েছেন / ৩৭
- ১২। নবজাতকের আগমানে খুশি প্রকাশের জাহেলি প্রথাকে তিনি বদলে দিয়েছেন / ৩৯
- ১৩। সুন্দরতম শব্দে তিনি শিশুদের নাম রাখতেন / ৪০
- ১৪। নাজায়িয এবং অসুন্দর নাম রাখতে তিনি নিষেধ করেছেন / ৪২
- ১৫। জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর মাথা মুণ্ডানো এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিতে তিনি আদেশ করেছেন / ৪৭
- ১৬। ক্বা'র মাধ্যমে শিশুর মাথার বিকৃতি ঘটাতে তিনি নিষেধ করেছেন / ৪৮
- ১৭। শিশুর সাথে তিনি জিহ্বা এবং মুখ দিয়ে খেলা করতেন / ৪৯
- ১৮। শিশুর নামে তিনি শিশুর পরিবারকে উপনাম দিতেন / ৫০
- ১৯। তিনি শিশুদের খতনার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতেন / ৫০
- ২০। শিশুদের তিনি কোল এবং রানের ওপর বসাতেন, অসুস্থ শিশুদের যত্ন নিতেন / ৫২
- ২১। শিশুর মৃত্যুতে তিনি কাঁদতেন এবং শিশুর পরিবারকে সমবেদনা জানাতেন / ৫৭
- ২২। শিশুর জানাযার সময় তাদের জন্য তিনি বিশেষ দুআ করেছেন / ৬০
- ২৩। শৈশবে মৃত্যুবরণকারী শিশুদের ব্যাপারে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন / ৬০
- ২৪। সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীকে তিনি সন্তানের শাফাআত প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছেন / ৬৪
- ২৫। দুনিয়ায় সন্তানবঞ্চিত মুসলিমকে তিনি আখিরাতে সন্তানপ্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছেন / ৬৬
- ২৬। শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করেছেন, ইমামদের আদেশ করেছেন শিশুদের কারণে সালাত সংক্ষিপ্ত করতে / ৬৬
- ২৭। শিশুদের মর্যাদা প্রকাশ করতে তিনি তাদের উপনাম ধরে ডাকতেন / ৬৭
- ২৮। শিশুদেরকে এমনকি নিজ খাদ্যকেও তিনি সুন্দর করে ডাকতেন / ৬৭
- ২৯। সালাতের মধ্যে তিনি শিশুদের কাঁধে নিতেন / ৬৮

- ৩০। তিনি শিশুকে তাওহিদের কালিমা শেখাতে আদেশ করেছেন /৬৯
- ৩১। শিশুদের আছড়ে পড়ার দরুন তিনি খুতবা বন্ধ করে মিস্বার ছেড়ে দিতেন /৭১
- ৩২। শিশুদের বাহ্যিক ভূষণ পরিপাটির প্রতি তিনি যত্ন নিতেন /৭১
- ৩৩। শিশুর মাথা মুণ্ডনের কাজ তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করেছেন /৭২
- ৩৪। শিশুদের তিনি নিজের ঘাড়ে নিতেন, বাহনে চড়াতেন /৭২
- ৩৫। শিশুদের না পেলে তিনি তাদের খোঁজ করতেন /৭৩
- ৩৬। তিনি শিশুদের পোশাক পরিধানের আদব শিক্ষা দিয়েছেন /৭৪
- ৩৭। শিশুদের তিনি চুমু দিতেন, তাদের স্নেহ করতেন এবং তাদের বাবাদেরও স্নেহ করতে বলতেন /৭৫
- ৩৮। সুন্দরতম পদ্ধতিতে তিনি শিশুদের সাথে মুআনাকা করতেন, তাদের সাথে রসিকতা করতেন /৭৭
- ৩৯। শিশুদের তিনি হাদিয়া দিতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন /৭৮
- ৪০। শিশুদের সাথে তিনি সত্য বলতে তাগিদ দিতেন এবং মিথ্যা বলতে নিষেধ করতেন /৮০
- ৪১। শিশুদের তিনি সুযোগ দিতেন তাঁর সাথে বালখিল্যতা করতে /৮০
- ৪২। শিশুদের যারা খারাপ কাজের পথ দেখায় তাদের তিনি ধমকি দিয়েছেন /৮১

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চার বছর থেকে শিশুর দশ বছরে পদার্পণ পর্যন্ত সময়কাল  
এতে আছে ২২টি নির্দেশনা

- ৪৩। চলার পথে শিশুকে সঙ্গ দেওয়ার সময় তাদের মেধা অনুপাতে উপদেশ দিতেন /৮৫
- ৪৪। কথা বলার সময় শিশুদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য তিনি কোমল প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করতেন /৮৬
- ৪৫। শিশুদের তিনি খেলনার অনুমোদন দিয়েছেন /৮৭
- ৪৬। খেলায় মগ্ন শিশুদের জমায়েতকে তিনি বিক্ষিপ্ত করতেন না /৮৯
- ৪৭। শিশু ও তার পরিবারের মাঝে তিনি বিচ্ছেদ ঘটাতে নিষেধ করেছেন /৯০
- ৪৮। শিশুদের তিরস্কার ও ধমক দেওয়া থেকে তিনি দূরে থাকতেন /৯১
- ৪৯। পিতৃত্বের বাৎসল্যপূর্ণ সংসর্গে শিশুদের তিনি সুন্দর আচরণ শেখাতেন /৯৩

- ৫০। শিশুদের জন্য তিনি কল্যাণের দুআ করেছেন এবং অভিভাবককে বদদুআ করতে নিষেধ করেছেন /৯৬
- ৫১। শিশুদের নিজস্ব অধিকারের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে তিনি তাদের থেকে অনুমতি নিতেন /৯৯
- ৫২। শিশুদের তিনি গোপনীয়তা রক্ষা করতে শিখিয়েছেন /১০১
- ৫৩। শিশুদের সাথে তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন এবং খাওয়ার মাঝে মাঝে তিনি তাদের নির্দেশনা দিতেন, কোনো ভুল করলে তা শুধরে দিতেন /১০২
- ৫৪। ছেলে ও মেয়েশিশুর মাঝে তিনি সমতাবিধানের আদেশ করেছেন /১০৫
- ৫৫। বিবাদরত বালকদের মাঝে তিনি সমাধান করে দিতেন /১০৮
- ৫৬। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বালকদের মাঝে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়ে দিতেন /১০৯
- ৫৭। বালকদের উৎসাহ জোগাতে উত্তীর্ণদের তিনি পুরস্কৃত করতেন /১১০
- ৫৮। তিনি এতিম বালকদের সহায় হতেন এবং তাদের জন্য কাঁদতেন /১১১
- ৫৯। এতিমের অধিকার খর্বকারীকে তিনি ধমকি দিয়েছেন /১১২
- ৬০। শয়তানের ছড়িয়ে পড়ার সময় খেলা থেকে তিনি শিশুদের নিবৃত্ত রাখতে বলেছেন /১১৩
- ৬১। শয়তান এবং বদনয়র থেকে বাঁচতে তিনি শিশুদের রক্ষাকবচ বাতলে দিয়েছেন /১১৫
- ৬২। রাসূল তাদের আযান ও সালাত শিক্ষা দিয়েছেন /১১৬
- ৬৩। বালকদের তিনি ভদ্রজনোচিত সংসাহস শেখাতেন /১১৮
- ৬৪। অল্পবয়সীদের তিনি সালাতে-সফরে ইমাম বানিয়েছেন /১১৯

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের দশ থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে পদার্পণের সময়কাল  
এতে আছে ৩৩টি নির্দেশনা

- ৬৫। সন্তানের পরিবারকে তিনি আদেশ করেছেন সন্তানকে সেটাই খাওয়াতে সেটাই পরাতে, যা তারা খায় তারা পরে /১২২
- ৬৬। এশার পরপরই তিনি তাদের ঘুমের জন্য ডেকেছেন /১২৩
- ৬৭। দশ বছর বয়সে তিনি সন্তানের বিছানা পৃথক করতে আদেশ করেছেন /১২৩
- ৬৮। পেটের ওপর ভর করে শয়ন করতে তিনি নিষেধ করেছেন /১২৪

- ৬৯। বালকদের তিনি দৃষ্টি অবনত এবং সম্ভ্রম ঢেকে রাখতে অভ্যাস করিয়েছেন /১২৪
- ৭০। তিনি কখনো কোনো বাচ্চা বা শিশুকে প্রহার করেননি, তবে প্রয়োজনে প্রহারের নীতি জানিয়ে দিয়েছেন /১২৫
- ৭১। শিশু যখন আল্লাহ তাআলার নামে পরিত্রাণ চাইবে তখন তিনি প্রহার থামিয়ে দিতে বলেছেন /১২৯
- ৭২। শিশুর স্পর্শকাতর স্থানে তিনি আঘাত করতে নিষেধ করেছেন /১৩১
- ৭৩। ক্ষতিকর বস্তু বা বিষয়ের প্রতি শিশুকে আকর্ষণ করা এবং তা দেখিয়ে দেওয়াকে তিনি নিষেধ করেছেন /১৩২
- ৭৪। তাদের অসুস্থতার সময় তিনি তাদেরকে দেখতে গিয়েছেন, তাদের জন্য দুআ করেছেন /১৩৪
- ৭৫। ছোটদের বুঝ ও ভুলগুলোকে তিনি প্রজ্ঞার সাথে ঠিক করে দিতেন /১৩৫
- ৭৬। কাজ সুন্দর করে করতে পারে না এমন বালককে তিনি সহযোগিতা করেছেন এবং কাজ শিখিয়ে দিয়েছেন /১৩৭
- ৭৭। প্রাথমিক এবং সাধারণ চিকিৎসা তিনি তাদের শিখিয়েছেন /১৩৮
- ৭৮। শিশুকে যখন তিনি শাস্তি দিতেন কোমল ও আদুরে ভঙ্গিমায় তা দিতেন /১৩৮
- ৭৯। ছোটদের সাথে তিনি মিশতেন এবং বাল্যকালে তিনি নিজে কীভাবে বড়দের সাথে মিশতেন সে বিবরণ শোনাতে /১৩৯
- ৮০। তিনি খেলাধুলারত বালকদের সালাম করতেন যেন তারা ইসলামের সুন্নাহ শিখতে পারে /১৪০
- ৮১। তাদের তিনি পরিবারের সাথে সাক্ষাতের শিষ্টাচার শিখিয়েছেন /১৪১
- ৮২। ছোটদের তিনি অনুমতি চাওয়ার আদব শিখিয়েছেন /১৪২
- ৮৩। আনন্দ মাহফিল এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে শিশুদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন /১৪৪
- ৮৪। আলিমদের মজলিশে অংশগ্রহণ এবং তাদের সাথে মার্জিত আচরণের জন্য তিনি ছোটদের উৎসাহ দিতেন /১৪৫
- ৮৫। অসৎ লোকের সংসর্গ ও সংশ্রবের ব্যাপারে তিনি শিশুদের সতর্ক করেছেন /১৪৮
- ৮৬। বড় ভাইয়ের মর্যাদা এবং কথা বলার আদব তিনি ছোটদের শিখিয়েছেন /১৫০
- ৮৭। তিনি তাদের শিখিয়েছেন পরস্পরের সাথে বিশেষ করে প্রতিবেশীর সাথে রাগারাগি না করতে /১৫২
- ৮৮। মজার ছলে ছলেও তিনি অস্ত্র নিয়ে দুষ্টমি করতে নিষেধ করেছেন ১৫৩

- ৮৯। ঠাট্টার ছলে হলেও তিনি পরস্পরকে ভয় দেখিয়ে চমকে দিতে বারণ করেছেন /১৫৪
- ৯০। ছোটদের বুঝ ও স্মরণশক্তির অনুপাতে তাদের বিভিন্ন বিষয় তিনি হাঙ্কা করে দিতেন /১৫৫
- ৯১। মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে তিনি ছেলেশিশুদের নিষেধ করেছেন /১৫৮
- ৯২। ছোটদের তিনি কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সহনশীলতার অভ্যাস করিয়েছেন /১৫৮
- ৯৩। কন্যাসন্তানের জন্য তিনি কল্যাণের অসিয়ত করেছেন এবং ইসলামে তাদের মর্যাদা ও অবস্থান স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন /১৬৫
- ৯৪। সন্তানদের ভরণপোষণ এবং তাদের অধিকার যে খর্ব করবে তার ওপর গোনাহ আরোপের কথা বলেছেন তিনি /১৬৬
- ৯৫। মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে তিনি তাদের সতর্ক করেছেন /১৬৮
- ৯৬। তিনি ছোটদের আনন্দ-বিনোদনের প্রতি লক্ষ রাখতেন /১৬৯
- ৯৭। যুদ্ধের মাঠে তিনি কাফিরদের ছোট সন্তানদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন /১৭০

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পনেরো থেকে সন্তানের আঠারো বছর বয়সে পদার্পণের সময়কাল  
এতে আছে ২৭টি নির্দেশনা

- ৯৮। শৈশব থেকেই কল্যাণ অর্জনে বালকদের তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন /১৭৩
- ৯৯। অবসর সময়স্যার তিনি সমাধান করেছেন /১৭৩
- ১০০। তিনি ছোটদেরকে রাসূলের ভালোবাসা, নবি-পরিবারের ভালোবাসা, সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা এবং কোরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছেন /১৭৭
- ১০১। মুমিনের হৃদয়ে তাঁর অবস্থান কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলে দিয়েছেন /১৭৯
- ১০২। সুন্দর আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সবার অনুকরণীয় /১৮১
- ১০৩। সক্ষম বালকদের তিনি নিজেদের ওপর আস্থা ও নির্ভরতা তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, নিজের হাতের কামাই খেতে এবং অলসতা-অকর্মণ্যতা ত্যাগ করতে বলেছেন /১৮১

- ১০৪। ইলম অর্জন এবং কোরআন শেখার অধিকার ছোটদের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন /১৮৪
- ১০৫। সং শিক্ষক নির্বাচনের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন /১৯৩
- ১০৬। কন্যাসন্তান যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখন তাকে পর্দা করতে আদেশ করেছেন /১৯৬
- ১০৭। সামর্থ্য থাকলে বালগ হওয়ার সাথে সাথে তিনি সন্তানদের বিয়ে দিতে আদেশ করেছেন /১৯৮
- ১০৮। ছোটরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তিনি তাদের আমানত রক্ষা এবং দায়িত্ববান হতে শিখিয়েছেন /১৯৯
- ১০৯। তরুণ যুবাদের চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে তিনি খোঁজ নিতেন এটা বোঝার জন্য যে, তারা কীভাবে চিন্তা করছে /২০০
- ১১০। তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার সময় তাদের প্রশংসা করতেন /২০১
- ১১১। সাহসিকতা তৈরি এবং আক্রমণে দক্ষতা সৃষ্টির জন্য তিনি ছোটদের সামরিক প্রদর্শনী করেছেন /২০২
- ১১২। দুই বালকের কুস্তি লড়াই তিনি দেখেছেন /২০২
- ১১৩। যুদ্ধের জন্য তিনি তাদের প্রস্তুত করেছেন /২০৩
- ১১৪। শাহাদাত লাভ থেকে তিনি বালকদের বঞ্চিত করেননি /২০৪
- ১১৫। তিনি তাদেরকে শত্রুর ভাষা শিখিয়েছেন /২০৬
- ১১৬। তিনি তাদের আরবি ভাষা শেখাতে যত্ন নিয়েছেন /২০৭
- ১১৭। তিনি ছোটদেরকে মা-বাবার বাধ্যতা শিক্ষা দিতেন /২০৮
- ১১৮। তিনি সন্তানদের বলেছেন, 'তোমরা এবং তোমাদের সম্পদ তোমাদের বাবাদের অধিকার' /২০৯
- ১১৯। তিনি হচ্ছে গমনকারী ছোটদের সাথে কিছু পথ হেঁটে গিয়ে তাদের বিদায় দিয়েছেন /২১০
- ১২০। দুঃখ ও মুসিবতের সময় তাদের আল্লাহ তাআলার সাথে জুড়ে দিয়েছেন /২১১
- ১২১। তিনি কখনো তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন /২১৪
- ১২২। প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি তাদের ভালো এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করেছেন /২১৬

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বালেগ হওয়ার পর যুবকের পরিচর্যা  
(বিবাহের প্রস্তুতি)

বালেগ হওয়ার পর যুবকের পরিচর্যা (বিবাহের প্রস্তুতি) / ২১৯  
শারীরিক বিষয়াদিতে সন্তানের সাথে কেমন আচরণ করা হবে / ২২০

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্তান প্রতিপালনে লোকমান হাকিমের উপদেশ

লোকমান হাকিমের পরিচয় / ২৩০

প্রথম উপদেশ / ২৩১

দ্বিতীয় উপদেশ / ২৩২

তৃতীয় উপদেশ / ২৩৩

চতুর্থ উপদেশ / ২৩৪

পঞ্চম উপদেশ / ২৩৪

**পরিশিষ্ট / ২৩৭**



## শুরুর কথা

ইসলামি ইতিহাসের পাতায় যেসব মহামানব নিজেদের নাম সোনার হরফে লিখে নিয়েছেন, বরিত হয়ে আছেন উম্মাহর হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্বর্ণ-আসনে, তাদের এই 'মহান' হয়ে ওঠার পেছনে বিরাট অবদান রেখেছে শৈশব ও কৈশোরের নিখুঁত পরিচর্যা এবং সঠিক পথনির্দেশ। মা, বাবা, উস্তায ও মুরব্বির সযত্ন তত্ত্বাবধান তাদের এগিয়ে দিয়েছে সাফল্যের গন্তব্যে বহুদূরের পথ। বড়দের 'বড়' হয়ে ওঠার সেসব গল্প লেখা আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায় সোনার হরফে। কোনো শিশুই আজন্ম বিদ্বান নয়। বুঝ-বুদ্ধির পক্কতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। তারা জন্মে 'ফিতরাত'র ওপর। সত্যের আলো গ্রহণের জন্য নিষ্কলুষ হৃদয় থাকে প্রতিটি শিশুর বুকে। তাওহিদের আলোয় সে হৃদয়কে উদ্ভাসিত না করলে কুফরের অন্ধকার ধীরে ধীরে তাকে কলুষিত করবে। যদি অযত্ন-অবহেলার কারণে শিশুর শুভ্র হৃদয়ে পাপের ছোপ ছোপ কালি পড়ে আর অন্ধকারের পথ মাড়িয়ে সে পৌঁছে যায় জাহান্নামের দোরগোড়ায়, তাহলে আল্লাহর সমীপে তার আরয হবে-

رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

“হে আমাদের পালনকর্তা, যেসব জিন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।” (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ : ২৯)

সুতরাং শিশু-সন্তানের তারবিয়াতে অযত্ন-অবহেলার সুযোগ মোটেও নেই। একটি শিশু যখন পৃথিবীর বুকে চোখ মেলে তখন তার হৃদয়-মগজ থাকে একেবারে নিষ্কলুষ। যেন এক মসৃণ ক্যানভাস। অভিভাবক তাতে নির্বিঘ্নে আঁকতে পারেন যেকোনো আঙ্গনা। তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন সুন্দর-অসুন্দরের কল্পনা। তাই দেখা যাবে, কুরআনের সুমিষ্ট মধু বারে পড়ছে কোনো পুষ্পকলির মুখে আবার কোনো কলিমুখ মলিন হয়েছে অশ্রাব্য গানের কোলাহলে! জীবনবোধে অজ্ঞ সাত বছরের এক শিশু, পাথর হাতে তেড়ে যাচ্ছে দখলদার ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কী অসীম

সাহসে! আবার আত্মদে পোষা আরেক দুলাল, তেলাপোকা দেখে চিল্লিয়ে বাড়ি মাথায় তুলেছে নির্বিশেষে! হ্যাঁ, এসবই সেই মানস-ক্যানভাসে আঁকা আল্লনার প্রতিবিশ্ব।

একটি শিশুর জন্ম মানে মানুষের সমাজে নতুন এক সদস্যের আগমন। সেই আগমনকে উপলক্ষ্য করে ইসলাম সাজিয়ে দিয়েছে বেশ কিছু কর্মসূচি। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে বলে এবং করে করে সেসব দেখিয়েছেন সবিস্তারে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নিজ সন্তানদের গড়ে তুলেছেন তাঁরই প্রত্যক্ষ নির্দেশনায়। তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানেই গড়ে উঠেছিল ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ; স্বর্ণ যুগের সোনালি মানুষগুলো। মানব-বাগানের পুষ্পকলিদের জন্য কেমন ছিল দরদি সেই মালীর পরিচর্যা! কীভাবে যত্ন নিতেন তিনি! কেমন মায়া আর ভালোবাসায় শিশুদের শুভ্র হৃদয়ে বুনতেন তাওহিদের বীজ! কত সুন্দর করে শেখাতেন জীবনের বোধ, বেঁচে থাকার মর্ম! আপনার হাতের এ বইয়ের প্রতিটি পাতায় পেয়ে যাবেন এসব বিষয়ের বর্ণিত উপস্থাপন।

'আতফালুল মুসলিমীন কাইফা রাব্বাহুমুন নাবিয়্যুল আমীন', শায়খ জামাল আব্দুর রহমান বিরচিত অসাধারণ এ বইটির পরতে পরতে ফুটে উঠেছে মুসলিম শিশুর প্রতিপালনে কী ছিল রাসূলের 'উসওয়াহ', কেমন ছিল তাঁর কর্মকৌশল, কীই-বা ছিল তাঁর সুন্যাহ। প্রিয় পাঠক, বাংলা তো বটেই, আরবিতেও এ বিষয়ে এমন বই খুব একটা চোখে পড়ে না। কুরআনের আয়াত এবং সহিহ হাদিস ও আছারের ব্যাপক সন্নিবেশ বইটিকে নিয়ে গেছে গ্রহণযোগ্যতার অনন্য উচ্চতায়। আরব বিশ্বে বইটি এতটাই সমাদৃত যে পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে প্রকাশের এক বছরেই ছাপতে হয়েছে চার চারটি সংস্করণ। বইটি পড়ার পর আপনিও বলে উঠবেন, শিশুর পরিচর্যায় ইসলামের নির্দেশনা এত নিখুঁত! এতটা ব্যাপক! মনে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে বসে আপনাকে গাইড করছেন সন্তানের পরিচর্যা কীভাবে করতে হয়! আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে কতটা যত্ন নিতে হয়!

সামাজিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের এই যুগ; যখন প্রাপ্তবয়সে পা দেয়ার আগেই শিশুরা হারিয়ে ফেলছে চারিত্রিক শুভ্রতা, অস্থির-অশালীন পরিবেশ কলুষিত করছে তাদের স্বভাবজাত কোমলতা, তখন সচেতন অভিভাবক হিসেবে আপনি পেরেশান হবেন, অস্থিরতায় ছটফট করবেন এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে বইটি কিছুটা হলেও আপনার হৃদয়কে উপশম দেবে, আপনার পেরেশানি প্রশমিত করবে ইনশাআল্লাহ। একজন সচেতন ও সতর্ক অভিভাবক হিসেবে বইটি প্রত্যেকের সংগ্রহে থাকা উচিত।

পরিশেষে কামনা একটাই, রাসূলের গাইড অনুসরণে আপনার করা তারবিয়্যাতে স্বপ্নের সন্তান বেড়ে উঠুক উম্মাহর সম্পদরূপে। হয়ে উঠুক 'মুত্তাকিদে'র ইমাম', জামানার রাহবার ও ইসলামের অতন্দ্র গ্রহরী। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা কবুল করুন। আমীন।

-রুহুল আমিন ডেবর্জি



## ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর সাহায্য চাই। তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আশ্রয় চাই আমাদের হৃদয়ের অনিষ্ট এবং কর্মের কদর্যতা থেকে। তিনি যাকে হিদায়াত দেন কেউ তাকে ভ্রষ্ট করতে করতে পারে না। আর যাকে তিনি ভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর রাসূল।

শৈশব হলো মানবজীবনের নিষ্কলুষ তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়কাল। এ সময়ে একজন অভিভাবক তার সন্তানের শুভ্র হৃদয়ে বুনে দিতে পারে পাথেয়স্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা ও মহামূল্যবান মৌলনীতি। এই কাজ প্রতিটি অভিভাবকের দায়িত্বও বটে। শিশুর স্বভাবজাত কোমলতা, বিশ্বাসের সরলতা, কলুষহীন পরিচ্ছন্ন রুচি, নমনীয় এবং শুভ্র হৃদয়ের কারণে শৈশবের এ সময়টিতে তাকে গড়ে তোলার সুযোগ অব্যাহত।

এ সময়কালের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার যদি করা যায় তাহলে জীবনের পরবর্তী সময়গুলোতে তার থেকে আশা-প্রত্যাশা অবশিষ্ট থাকে।

এ ব্যাপারে আলিমরা বলেছেন, ‘সন্তান তার মা-বাবার কাছে একটি আমানত। তার পরিচ্ছন্ন হৃদয় থাকে খুবই সরল। যেকোনো নকশা ও অঙ্কন থেকে তা থাকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তার হৃদয়-ক্যানভাসে সবকিছুই আঁকা যায়। যদিকে তাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে সেদিকেই তা ঢলে যায়। সুতরাং যদি তাকে কল্যাণ শেখানো হয় এবং এর ওপরই তাকে গড়ে তোলা হয় তাহলে দুনিয়া-আখিরাতে সে হবে সৌভাগ্যবান। তার মা-বাবা ও অভিভাবক হবেন সম্মানিত। আর যদি তাকে অবহেলা করা হয় এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো ছেড়ে রাখা হয় তাহলে সে হবে দুর্ভাগা; মা-বাবা এবং অভিভাবককে নিতে হবে এর দায়ভার।’

সন্তানের তরবীয়ত ও প্রশিক্ষণ অনর্থক কিছু কথা ও কাজের নাম নয়। নয় কোনো বাগাডম্বর জাহির করার ক্ষেত্র; বরং এটা হলো সাধারণভাবে সকল অভিভাবক, বিশেষত মা-বাবার কাঁধে অর্পিত একটি গুরুদায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।” (সূরাহ আত-তাহরিম, ৬৬ : ৬)

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘পরিবার-পরিজনকে শিষ্টাচার শেখাও, তাদেরকে ইলম শিক্ষা দাও।’

তাহলে কথা দাঁড়াল, সন্তানকে সঠিকভাবে তরবীয়ত করার মানে হলো জাহ্নাত; আর এ ব্যাপারে অবহেলা করার মানে হলো জাহান্নাম। সুতরাং এ গুরুদায়িত্বে অবহেলা করার কোনোই সুযোগ নেই। সন্তানকে তরবীয়ত করা এবং তাকে প্রশিক্ষিত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমরা শিক্ষা দাও সহজ করো, কঠিন করো না। ...”[১]

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হলো দুনিয়াতে সন্তানের জন্য মা-বাবার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম হাদিয়া। আর তরবীয়তপ্রাপ্ত নেক সন্তান হলো দুনিয়া ও আখিরাতে মা-বাবার সর্বোত্তম অর্জন।

সুতরাং উম্মাহর একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ওপর আবশ্যিক হলো এ ব্যাপারে তারা সবার জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে, নিষ্ঠা ও উৎসর্গিতার সাথে সবাইকে এসব বিষয় জানিয়ে দেবে। যেন আমাদের প্রজন্ম গড়ে ওঠে সেই প্রজন্মের মতো করে, যাদের প্রতিপালন করেছেন নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা পথ চলব তাঁর পদচ্ছাপে পা ফেলে, তাঁর মানহাজ অনুসরণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

“আর যদি তাঁর অনুসরণ করো তাহলে হিদায়াত পেয়ে যাবে।” (সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ৫৪)

[১] মুসনাদ আহমাদ : ৫৫৬

আল্লাহদ্রোহিতার মাঝে হিদায়াত নেই। হিদায়াত নেই চৈন্তিক উৎকর্ষ, আরব সভ্যতা বা বস্তুবাদিতার মাঝে।

যে চায় মানবসর্দারের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে, সত্যনিষ্ঠ একজন মুক্কাবিব—আমাদের নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস্তিন আঁকড়ে ধরতে—তার জন্য এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে সন্তান প্রতিপালনের নববি নির্দেশিকা; একটি ইসলামি প্রজন্ম গড়ার মূল্যবান গাইড। এতে তুলে ধরা হয়েছে মুসলিম সন্তান প্রতিপালনে রাসূলের যত্নশীলতা—যার ব্যাপ্তি হলো বাবার ঔরসে শিশুর অবস্থান করা থেকে নিয়ে একজন পরিপূর্ণ বালগ হওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, এই ক্ষুদ্র কাজকে তিনি উপকারী বানিয়ে দিন। এতে আমার করা ভুলগুলোকে তিনি ক্ষমা করুন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তিনি দয়াবান, অত্যন্ত দয়ালু।

-আমাল আব্দুর রহমান



## মা-বাবার দুষ্টিন্তা

সন্তানকে তরবীয়ত করা মা-বাবার অত্যাশ্যকীয় একটি দায়িত্ব এবং তাদের কাঁধে অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন। আর আমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং কিয়ামতের দিন আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হব।

এ দায়িত্বের ভার ও গুরুত্বের কথা ভেবে অনেক অভিভাবকই চিন্তিত থাকেন। দুষ্টিন্তার কালোমেঘ কখনো তাদের হৃদয়াকাশ ছেয়ে ফেলে যে, সন্তানদের ব্যতিক্রমধর্মী মনন-মানসের সাথে কীভাবে তারা পেরে উঠবেন, কীভাবে তারা সফল হবেন? ফিতনা এবং অবাধ্যতার এই সময়ে কীভাবে তাদের সঠিক তরবীয়ত করবেন?

মা-বাবা কী করবে যখন ছেলেমেয়েরা তাদের নির্দেশনাগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখাবে? এ ক্ষেত্রে কি প্রহার করাটাই হবে সঠিক পন্থা? যদি এটাই সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এর সময়, উপকরণ, পদ্ধতি কী হবে?

আর যদি প্রহার কোনো উপকার না দেয় তাহলে এর প্রতিবিধান কী দিয়ে করবে? সালাতের ক্ষেত্রে যেখানে দশ বছর বয়সে প্রহার করতে বলা হয়েছে সেখানে অন্যান্য বিষয়ের জন্য দশ বছরের আগে প্রহার করা কতটা সংগত?

এসব থেকেও যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো, সন্তান যদি শৈশবের বিরাট একটি সময় কোনো বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে একেবারে অবাধ-বন্ধনহীন জীবন কাটিয়ে থাকে; আর এ অবস্থাতেই সে বালগ হয়ে যায় ফলে তার পরিবার তার ওপর সম্ভ্রষ্ট না থাকে, এমতাবস্থায় কী করণীয়?

শিশু যদি একগুঁয়ে, জেদি, ভীতু স্বভাবের হয়; যেমন ধরুন, সে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মিথ্যা বলতে থাকে—এমতাবস্থায় তার ওপর কঠোরতা করা উপকার বয়ে আনবে নাকি তার মিথ্যা বলাকে আরও বাড়িয়ে দেবে?

শিশুর সাথে অত্যধিক নরম ব্যবহার ও আদর করা তার ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে?

পরিশেষে বলব, হে সন্তান প্রতিপালনকারী ভাইবোন, আপনি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন যে আপনি সন্তানকে তরবীয়ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা, আচরণ, সামাজিকতা, আত্মিকতা, শারীরিক, মানসিক সবদিক থেকেই সঠিক পন্থার ওপর আছেন?

সন্তানকে প্রশিক্ষিত করার এই নাজুক ক্ষেত্রে নিজের ধারণা পরীক্ষা করা এবং অভিজ্ঞতা পরখ করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। আপনি উত্তীর্ণ হতে পারেন আবার ব্যর্থও হতে পারেন। তবে ব্যর্থ হলে যে ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে নেওয়া কঠিনই শুধু নয়, প্রায় অসম্ভব।

হে আমার সন্তান প্রতিপালনকারী ভাই!

হে আমার সন্তান প্রতিপালনকারিণী বোন!

এমন সব প্রশ্ন আর সেসবের উত্তর হাজির করা হয়েছে এ গ্রন্থের পাতায় পাতায়। এসব উত্তরে আপনি খুঁজে পাবেন আল্লাহ তাআলার পথনির্দেশ ও রাসূলের নির্দেশনা। আপনি পাবেন উম্মাহর আলিমদের বিভিন্ন কথা, কাজ ও আচরণের সারনির্যাস। একেবারে শিশু বাবার ঔরসে অবস্থান করা থেকে শুরু করে ভূমিষ্ঠ হওয়া, বেড়ে ওঠা, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সকল পর্যায়ে যেগুলোর ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। এসব পাঠান্তে আপনি হয়ে উঠবেন একজন সফল তরবীয়তকারী। সন্তানদের ওপর আপতিত মুসিবত আপনাকে ভীত করবে না। তাদের দিকে তেড়ে আসা ঝোড়ো হাওয়া আপনাকে বিচলিত করবে না।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদের একমাত্র অভিভাবক যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

বাবার ঔরস থেকে শিশুর তিন বছরে পদার্পণ পর্যন্ত সময়কাল  
এখানে আছে ৪২টি নির্দেশনা

## ১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের জন্য দুআ করেছেন, যখন তারা ছিল বাবার ঔরসে

তায়েফের মুশরিকরা যখন রাসূলের দাওয়াহ ফিরিয়ে দিল, তাঁকে কষ্ট দিল, পাথর ছুঁড়ে আহত করল তাঁর পবিত্র দেহ—মালাকুল জিবাল তাঁর কাছে অনুমতি চাইল, হে রাসূল, আপনি বললে পাহাড় দুটি মিলিয়ে দিই। শেষ হয়ে যাক তায়েফের দুষ্ট অধিবাসীরা।

সাগরের তরঙ্গের মতোই দয়া উথলে উঠল তাঁর বিশাল বুকে। তিনি বললেন :

شَيْئًا بِهِ يُشْرِكُ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ يَعْْبُدُ مَنْ أَضْلَا بِهِمْ مِنَ اللَّهِ يُخْرِجُ أَنْ أَرْجُو

“আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাদের ঔরস থেকে এমন কাউকে বের করবেন যে আল্লাহর ইবাদাত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।”[২]

হ্যাঁ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরা করেছেন রাসূলের এই আশা। বরণ করে নিয়েছিল তায়েফের সেই দুষ্ট অধিবাসীরা ইসলামের সুমহান পয়গাম।

ওদিকে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের নির্দেশনা দিচ্ছেন, যাতে নিহিত আছে ভবিষ্যতে আগমনকারী সকল মুসলিম সন্তানের কল্যাণ। তিনি বলছেন :

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

“যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় আর তখন সে বলে—

‘হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং শয়তানকে দূরে রাখুন যা আমাদের দান করেন তার থেকে।’

অতঃপর সেই মিলনে তাদের কোনো সন্তান জন্ম নেয়, শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।” (মুত্তাফাক আলাইহি)

এই নির্দেশনা আমাদের ইঙ্গিত করছে, শুরুটা যেন হয় আল্লাহকে স্মরণ করে, শয়তানকে বেজার করে। সুতরাং সহবাসের শুরুতেই যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ

করা হয় তো স্বামী-স্ত্রীর মিলনটা হবে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে ইনশাআল্লাহ শয়তান কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন বিবাহের বন্ধন যেন জুড়ে দেওয়া হয় সংকর্মশীল নারী-পুরুষদের সাথে। যেন তারা তৈরি করতে পারে একটি সৎ ও নীতিবান প্রজন্ম। কেননা, যে নিজে কোনো বস্তু ধারণ করে না সে তা অন্যকে দিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ

“আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সংকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও।” (সূরাহ নূর, ২৪ : ৩২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অর্থই বলেছেন :

“তোমাদের বীর্ষ ধারণের জন্য সঠিক ক্ষেত্র বেছে নাও। আর সমমনাদের বিয়ে করো এবং তাদের সাথে বিয়ে দাও।”<sup>[৩]</sup>

## ২। তিনি শিশুদের জন্য দুআ করেছেন যখন তারা ছিল মায়ের গর্ভে

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো কাজে বাইরে ছিলেন। তাঁর অসুস্থ পুত্র ঘরে মারা গেল। তিনি ফিরে আসার পর স্ত্রী উম্মে সুলাইম এ ব্যাপারে তাঁকে কিছুই বললেন না। এমনকি শোক-দুঃখের কোনো অনুভবও দেখালেন না; বরং সাজগোজ করলেন, তাঁর জন্য রাতের খাবার তৈরি করলেন, একসাথে খেলেন। অতঃপর একান্তে মিলিত হলেন।

এতকিছুর পর খুব বিচক্ষণতার আন্দাজে ও ঈমানের আলাপে তাঁকে সব খুলে বললেন।

কিছু না বলে আবু তালহা উঠে দাঁড়ালেন। সোজা রাসূলের কাছে গিয়ে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল তাঁদের মিলনের জন্য বরকতের দুআ করলেন। এরপর উম্মে সুলাইম একজন ছেলে সন্তান জন্ম দিলেন। রাসূল তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। সে বড় হলো, বিয়ে করল। রাসূলের দুআর বদৌলতে আল্লাহ তাকে নয়টি সন্তান দান করলেন, যাদের প্রত্যেকেই হয়েছিল কোরআনের হাফিয।

বিস্তারিত ঘটনা বুখারিতে আছে।

সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে ইসলাম কীভাবে তার যত্ন নিয়েছে, দেখুন—

[৩] ইবনু মাজাহ : ১৯৬৮; মুসতাদরাকে হাকেম : ২৬৮৭

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে তবে ইসলাম স্বামীকে তার ভরণপোষণের নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধুই গর্ভে থাকা দ্রুতের খাতিরে। অন্যথায় তিন তালাক দিলে মহিলা ভরণপোষণের অধিকারিণী হয় না।

সুতরাং যে মহিলাকে স্বামী তিন তালাক দিয়েছে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। পুরুষের ক্ষেত্রে সে এখন অপরিচিতা। পরবর্তীকালে তার ভরণপোষণের ভার স্বামীর ওপর বর্তাবে না। তবে যদি সে গর্ভবতী হয় তাহলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার ভরণপোষণ দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“যদি তারা গর্ভবতী হয় তাহলে তাদের জন্য খরচ করো যতক্ষণ না তারা তাদের গর্ভ প্রসব করে।” (সূরাহ তালাক, ৬৫ : ৬)

আর জানা কথা যে, গর্ভের সন্তানের ওপর খরচ করার একটাই পথ, সেটা হলো গর্ভধারিণীর ওপর খরচ করা। যেমনটি ইবনু কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

“কেননা গর্ভের সন্তান মূলত পুরুষেরই সন্তান। সুতরাং সন্তানের জন্য খরচ করা তার ওপর আবশ্যিক। আর এটা কখনোই সম্ভব নয় যতক্ষণ না মায়ের ওপর খরচ করা হয়।”<sup>[৪]</sup>

গর্ভস্থিত সন্তানের ‘ভরণপোষণের’ ক্ষেত্রে এই হলো ইসলামের যত্নশীলতা।

এবার দেখুন গর্ভস্থিত সন্তানের সুস্থতার ক্ষেত্রে ইসলাম কেমন যত্ন নিয়েছে—

গর্ভধারিণী যদি তার গর্ভের ওপর ক্ষতির আশঙ্কা করে তাহলে অসুস্থ ও মুসাফিরের মতো তাকেও রোযা ভাঙার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি অনেক আলিম তার জন্য কাফফারাও রহিত হওয়ার কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, “গর্ভ তার ধারণকারিণীর সাথে ওতপ্রোত জড়িত। সুতরাং গর্ভের ওপর আশঙ্কা মানে তার নিজস্ব অঙ্গের ওপর আশঙ্কা।”<sup>[৫]</sup>

মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় শিশুর প্রতি ইসলামের যত্নশীলতার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখুন—

গর্ভধারিণী মহিলা যদি শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করে বসে আর আরোপিত শাস্তি গর্ভের ওপর প্রভাব ফেলার আশঙ্কা তৈরি হয়, সে ক্ষেত্রে শাস্তিকে বিলম্বিত

[৪] আল মুগনি লি-ইবনি কুদামাহ : ৮/২৩২

[৫] আল মুগনি লি-ইবনি কুদামাহ : ৩/১৪৯-১৫০

করতে হবে। ইমরান ইবনু হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “জুহায়না গোত্রের এক মহিলা রাসূলের কাছে এল। ব্যভিচারের ফলে মহিলাটি গর্ভবতী ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ‘হদ’যোগ্য অপরাধ করেছি। সুতরাং আপনি আমার ওপর তা প্রয়োগ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির অভিভাবককে ডেকে বললেন, ‘এর সাথে সদাচরণ করো। যখন সে গর্ভ প্রসব করবে তখন একে আমার কাছে নিয়ে এসো।’

এমনটিই করা হলো। তখন রাসূল রজমের নির্দেশ দিলেন। তাকে ভালোভাবে কাপড়ে জড়ানো হলো। এরপর ‘রজম’ করা হলো। অতঃপর রাসূল তার জানাযা পড়ালেন।”<sup>[৬]</sup>

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। গামিদিয়্যাহ গোত্রের এক মহিলা মদিনায় এল। রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার ওপর হদ কায়েম করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ‘ফিরে যাও। সন্তান প্রসবের পর এসো।’ সন্তান প্রসবের পর একটি কাপড়ের টুকরোয় তাকে প্যাঁচিয়ে মহিলাটি ফের হাজির হলো। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দেখুন, একে প্রসব করেছে। রাসূল তাকে বললেন, ‘এখন একে দুধ খাওয়াও। দুধ ছাড়িয়ে তবে এসো।’ যখন বাচ্চাটিকে সে দুধ ছাড়াল তখন তাকে নিয়ে আবার হাজির হলো। বাচ্চাটির হাতে রুটির একটি টুকরো দেখা যাচ্ছিল। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এই দেখুন, বাচ্চাটিকে দুধ ছাড়িয়েছি। সে এখন রুটি খাচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাটিকে এক মুসলিম ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিলেন। অতঃপর মহিলাটির ব্যাপারে নির্দেশ জারি করলেন। বুক পর্যন্ত মাটি খোঁড়া হলো। এরপর লোকদের নির্দেশ দিলেন। লোকেরা তাকে রজম করল।<sup>[৭]</sup>

### ৩। সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠের জন্য তিনি আমাদের যিকির শিখিয়ে দিয়েছেন

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাব ‘আল ওয়াবিলুস সায্যিব মিনাল কালিমিত তায়্যিব’-এ উল্লেখ করেছেন, রাসূলের মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রসবের সময় নিকটতর হলে উম্মে সালামাহ এবং যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল বললেন, ‘তার কাছে গিয়ে আয়াতুল কুরসি এবং এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করো :

[৬] মুসলিম : ১৩২৪

[৭] আসারুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়াহ : ১৭০, ১৭১

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ  
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।” (সূরাহ আ’রাফ, ৭ : ৫৪)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذَلِكُمُ اللَّهُ  
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর আরশে উঠেছেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত করো। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (সূরাহ ইউনুস, ১০ : ৩)

অতঃপর সূরাহ ফালাক ও নাস পড়ে দম করো।’

এই রিওয়ায়েতে যেহেতু দুর্বলতা আছে—যার প্রতি শাইখ আলবানি এবং গ্রন্থের বিশ্লেষক মহোদয় ইঙ্গিত করেছেন—তাই এ ব্যাপারে সহিহ রিওয়ায়েত যুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

সন্তান প্রসবের ক্ষণটি মূলত দুশ্চিন্তা ও মুসিবতের। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমা বিনতে উনাইসকে বলেছেন, “আমি কি তোমাকে এমন কিছু শব্দ শেখাব যেগুলো বিপদ-মুসিবতের সময় পড়বে? তা হলো—

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

“আল্লাহ আমার রব। তাঁর সাথে কাউকে আমি শরিক করি না।”[৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসিবতগ্রস্তের দুআ হলো :

اللهم رحمتك أرجو ، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ ، وأصلح لي شأني كله ، لا إله إلا أنت

“হে আল্লাহ, আমি আপনার রহমত প্রত্যাশী। সুতরাং একমুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দেবেন না। আমার সমস্ত খুঁতগুলোকে আপনি ঠিক করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।”<sup>[৯]</sup>

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, যখন বান্দার ওপর কোনো মুসিবত এবং দুশ্চিন্তা চেপে বসে তখন সে যেন পড়ে :

ما اصاب عبدا هم و لا حزن فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن  
امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاائك اسالك بكل  
اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من  
خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع  
قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي- الا اذهب الله همه  
وحزنه وابدله مكانه فرجا.

“হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা এবং আপনার বান্দা-বান্দির সন্তান। আমার ভাগ্য আপনার হাতে, আপনার আদেশে তা চলমান, আপনার সিদ্ধান্ত তাতে ইনসারূপূর্ণ। আমি আপনার প্রত্যেক সেই নামের উসিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যা দিয়ে আপনি নিজের নাম রেখেছেন, যা আপনি আপনার কিতাবে নাজিল করেছেন অথবা আপনার কোনো সৃষ্টিকে যা শিখিয়েছেন বা যা আপনার ইলমুল গায়বে একান্ত করে রেখেছেন; কোরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের বসন্ত, বুকের ঔজ্বল্য, বিষাদের আলো এবং দুঃখের।”

এর ফলে আল্লাহ তার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন এবং তা প্রশস্ততায় বদলে দেবেন।<sup>[১০]</sup>

[৯] সহিহ আল আদাবুল মুফরাদ : ৫৩৯

[১০] আল ওয়াবিলুস সায্যিব মিনাল কালিমিত তায়্যিব

### ৪। যে ঋণ পূর্ণতায় পৌঁছার আগেই নষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহর কাছে তার অবস্থান সম্পর্কে তিনি সুসংবাদ শুনিয়েছেন

সময়ের আগেই ঋণ নষ্ট হয়ে গেলে তাকে বলা হয় ‘অকাল গর্ভপাত’। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস শ্রোতার হৃদয়কে আনন্দিত করবে। মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

والذي نفسي بيده ان السقط ليجر امه بسرره الى الجنة اذا احتسبته

“সেই সন্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় অকালে পড়ে যাওয়া ঋণ নাড়ি দিয়ে তার মাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যাবে যদি সে মা সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে।”<sup>[১১]</sup>

চোখ খুলে দেখুন সন্তানের প্রতি ইসলামের যত্নশীলতা! ঋণ অবস্থাতেই যে শিশু চলে গেছে তার জন্যও কতটা প্রতিদান ঘোষণা করেছে ইসলাম!

### ৫। ভূমিষ্ঠ শিশুর কানে তিনি আযান দিয়েছেন

আবু রাফে’ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন হাসান ইবনু আলিকে প্রসব করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি তার কানে আযান দিতে দেখেছি।”<sup>[১২]</sup>

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, “নবজাতকের কানে আযান-ইকামাত দেওয়ার রহস্য হলো, মানুষের কানে সর্বপ্রথম যে আওয়াজ ধ্বনিত হবে তা এমন কিছু শব্দের সমষ্টি যা আল্লাহর বড়ত্বকে ধারণ করে। তাঁর মহিমাকে উচ্চকিত করে। সেটা এমন সাক্ষ্য যা দ্বারা ইসলামে প্রবেশ করা যায়।

সুতরাং দুনিয়াতে পদার্পণের সময় এ আযানই তার জন্য ইসলামের শি’আর ও চিহ্ন। এটা অসম্ভব নয় যে, আযানের শব্দগুলো তার হৃদয়ে রেখাপাত করবে যদিও তখন সে অবুঝ হয়ে থাকে।”<sup>[১৩]</sup>

এটা জানা কথা যে, আযান-ইকামাতের শব্দ শুনে শয়তান ভেগে যায়। সুতরাং জীবনের শুরুতেই শয়তানকে সেই শব্দগুলো শুনিয়ে দিতে হবে। যাতে সে কষ্ট পায়, লাঞ্চিত হয়।

[১১] ইবনু মাজাহ, জানাযা অধ্যায়, হাদিস : ১৬৩২

[১২] আবু দাউদ, আদব অধ্যায় : ৫১০৫; তিরমিযি, উযহিয়াহ অধ্যায় : ১৫১৪

[১৩] তোহফাতুল মাওদুদ লি-ইবনিল কাইয়িম, পৃ. ৩৯, ৪০